দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 AUG 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনে অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিকারের আবেদন

১৯৮৬-৮৭ অর্থবর্ষে সরকার প্রত্যেক উপজেলায় দু'টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের উদ্যোগ নিয়ে প্রতি উপজেলা চেয়ারম্যানকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম প্রস্তাব করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠাবার নির্দেশ দেন। শর্তাবলীর মধ্যে ছিল বিদ্যালয়ের নিজস্ব দেড় বিঘা জমির উপর নিজস্ব ঘরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের চার বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতে পারবেনা এবং বিদ্যালয়টির প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরে রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে। এসব শর্তাবলী পূরণ করা দু'এর অধিক বিদ্যালয় থাকলে রেজিষ্ট্রেশনের তারিখের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সরকারের এই নির্দেশনামার মাধ্যমে বিদ্যালয়বিহীন এলাকার বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং গোঁজামিল এড়াবার জন্য রেজিষ্ট্রেশন নম্বরের উপর জোর দেয়া হয়।

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় এসব শর্ত পূরণ করা বেশ কটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গত ১৯৭৪ সাল থেকে চালু রয়েছে। তার মধ্যে উলটাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামকোট প্রাথমিক বিদ্যালয়, করলামুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাবার বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সাতঘরিয়া পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এসব বিদ্যালয়ের কোন কোনটির ৮/১০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। স্বাভাবিক কারণে এসব এলাকার বিদ্যালয়গুলো হতে রেজিষ্ট্রেশন এর তারিখের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করা হবে বলে জনগণ আশা করছিল।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ বিদ্যালয়গুলোর আবেদন কোন বিবেচনায় না এনে অজ্ঞাত কারণে রামু উপজেলা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের নাম সুপারিশ করা হয়েছে, যার কোন জমিও নেই, ঘরও নেই। ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৫০ জনের নিচে এমন কি রেজিষ্ট্রেশনও করানো হয়নি। যার ৫০গজ দূরে মওলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০০ গজ দূরে রামু প্রাইমারী, ৫০০ গজ দূরে রামু বালিজ প্রাইমারী। এ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রত্যেক বৎসর দু'এর অধিক প্রাথমিক বৃত্তি পেয়ে আসছে। তদন্তে তা প্রমাণ হবে।

এ অনিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেন এবং দরখাস্তের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিচালকের কাছে লিখিতভাবে প্রতিকারের আবেদন করেন। হয়ত এরই কারণে উক্ত বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের জন্য আজও গ্রহণ করা হয়নি। এর স্থলে অন্য কোন বিদ্যালয় গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ আজও নেয়া হয়নি। ফলে রামু উপজেলা একটি সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বঞ্চিত থাকছে।

এমতাবস্থায় দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ানুগ ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের স্বার্থে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুনঃতদন্তের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা হতে আরেকটি শিক্ষা

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন

এ বছরের বন্যায় দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত। ভয়ংকর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আর্থিক অবস্থা সংকটাপন্ন। বন্যাকবলিত এলাকার বহুসংখ্যক স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার এ বছর কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শ্রেণীতে ভর্তির শেষ তারিখ ৩০শে আগষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের এ কার্যক্রম সম্পূর্ণ অবাস্তব। (যে ক্ষেত্রে আজকাল ১৯৮৩ সালের অনার্স পরীক্ষা ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়, সেক্ষেত্রে

এল, এল, বি পরীক্ষার তারিখ

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এল, এল, বি ফাইনাল ও প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। ইতিপূর্বে ৭ই সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শুরু হওয়া তারিখ ঘোষিত হয়েছে। যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক এটি আমাদেরও কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু বর্তমান উপর্যুপরি বন্যায় আমাদের পক্ষে সুস্থভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের বসতবাড়ীও পানিতে ডুবে গেছে। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, মাননীয় উপাচার্য তথা কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন ছাত্র-ছাত্রীদের চরম দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষার তারিখ অন্ততঃপক্ষে এক মাস পিছিয়ে দিয়ে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিন।

আইনুল ইসলাম বাবলু,
সালেহ আহমেদ,
সিটি ল কলেজ, ঢাকা।